কলম

দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে অনুষ্ঠিত হল ‘পড়ার আনন্দে’

পুবের কলম প্রতিবেদক: করোনাকালে প্রায় দু'বছর বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বাচ্চারা বড় ক্ষতির শিকার হয়েছে। যদি এভাবেই চলতে থাকে বাচ্চাদের পড়াশোনার প্রতি অনীহা জন্মাবে। শিক্ষার দিক থেকে অনেকখানি পিছিয়ে যাবে। তাই দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের উদ্যোগে পড়াশোনার প্রতি অনীহা দূর করতে এক অভিনব পদ্ধতিতে তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত

‘পড়ার আনন্দে’ শীর্ষক একটি কর্মশালা শুরু হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত হল তার দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি এলাকায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অংশ নিচ্ছে পথশিশু থেকে শুরু করে পাকা বাড়ির বাচ্চারাও। স্কুল বন্ধ থাকার কারণে কচিকাঁচারা উদাসহীন হয়ে পড়ছে, পড়ার আনন্দের অনুষ্ঠানে এসে যেন তাদের নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, বাচ্চাদের কাছ থেকে আমরা এত আনন্দের কারণ খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি- ম্যাডামরা এত সুন্দর সুন্দর, কুমির, হাতি, ঘোড়া, পাখ-পাখালি ও গাছগাছালির গল্প বলেন যে তা বাচ্চাদের খুব ভালো লাগে। শিক্ষিকাদের ভালোবাসা, আদর, নানান উপহার বাচ্চাদের মন কেড়েছে। পড়ার আনন্দের পাঠশালায় নেই পরীক্ষা, তাই শিশুদের কোনও ভয় থাকে না। অন্যদিকে অভিভাবকরা বলেছেন, আমার ছেলে মেয়েদের এত আনন্দ বিগত দু'বছরে দেখেনি। আমরা অনুরোধ করছি, এই কর্মযজ্ঞকে আমরা মনেপ্রাণে সমর্থন করছি, আপনাদের সর্ব অবস্থাতেই আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ রেখে এই পড়ার আনন্দের উৎসব চালিয়ে যেতে থাকব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আম্বিয়া খাতুন। তিনি বলেন, দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই এত ভালো একটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। বাচ্চারা নতুন করে জীবন ফিরে পাবে, বাচ্চাদের আনন্দ ও বই পড়ার আগ্রহ দেখে আমি খুবই আনন্দিত। তিনি আরও বলেন, ধারাবাহিকভাবে যদি এটা সবাই মিলে ধরে রাখতে পারেন, আমি আশাবাদী এই পদক্ষেপ হাওড়া জেলা তথা সমগ্র রাজ্যে একটি নবজাগরণ ঘটবে। ইতিহাস রচিত হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতীচী ট্রাস্টের গবেষক সাবির আহমেদ, লেখিকা ও শিক্ষিকা সুদেষ্ণা মৈত্র, 'তালাশনামা' গ্রন্থের লেখক ইসমাইল দরবেশ, বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন চ্যাটার্জি, হারু মাস্টার, নতুন বাড়ি কসমস ক্লাবের সদস্য শেখ মাহমুদুল হাসান, শেখ তাইজুল করিম, ও খোকন দা প্রমুখ।